শ্রেণিকক্ষে টেক্সট জেনারেটর এআই টুল নিয়ে বিতর্ক

মুনীর তৌসিফ

এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) সিস্টেম খুব শিগগিরই এমন সব উন্নতমানের টেক্সট জেনারেট করতে সক্ষম হবে, যেগুলো মানুষের সৃষ্টি করা কাজ বলে চালিয়ে দেয়া যাবে। এ ধরনের প্রযুক্তির অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে। কিন্তু বিপরীত ক্রমে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাপকভাবে সৃষ্টি করা যাবে নকল টেক্সট। তৈরি করা যাবে মিথ্যা সংবাদ ও তথ্য।

এআইভিত্তিক প্রোগ্রামগুলো দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করছে। এর ফলে তা ব্যবহার করে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার মতো টেক্সট তৈরি সম্ভব হবে। আর তা তৈরি করা সম্ভব কার্যত কোনো খরচ ছাড়াই। সম্ভবত আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই ছাত্ররা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে কমপিউটারের সাহায্যে গাদায় গাদায় রচনা তৈরি করতে সক্ষম হবে।

হতে পারে আমরা তা নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু এই সফটওয়্যার খুবই প্রবেশযোগ্য। সহজেই পাওয়া যায়। ফলে তা নিষিদ্ধ করার লড়াইয়ে আমরা হেরে যাব। সুদীর্ঘ লেখায়, বিশেষত রচনাধর্মী লেখার গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ শেখানোর সর্বোত্তম সুযোগ আছে। ছাত্রদের একটি বিষয় সম্পর্কে বোধজ্ঞান যাচাইয়ে শিক্ষকেরা মূল্যায়নের এসব নমুনার ওপর নির্ভর করেন। অতএব আমাদের উপায় বের করতে হবে, সব বিষয়ে ছাত্রদের মেধা ও জ্ঞান যাচাইয়ের। সেই সাথে এ ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টির পরিবর্তে আমাদেরকে নির্ভর করতে হবে অটোমেশন ও স্মার্ট সিস্টেমের ওপর। এর জন্য প্রয়োজন হবে শিক্ষার্থীদের এআই টুল ব্যবহার। এআই টুল নিষিদ্ধ করা এ ক্ষেত্রে কোনো সমাধান নয়।

এআইচালিত টেক্সট জেনারেটর আসলে কী?

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকোভিত্তিক এআই রিসার্চ ও ডেপ্লয়মেন্ট কোম্পানি OpenAI উদ্বোধন করে GPT-2 নামের একটি এআইচালিত টেক্সট জেনারেটিং সিস্টেম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওপেনএআইয়ের লক্ষ্য হচ্ছে– উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অটোনোমাস সিস্টেম সৃষ্টি করা, যার সাহায্যে বেশিরভাগ অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে এ ধরনের এজিআই (আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স) নিশ্চিত করবে সামগ্রিক মানবসমাজের কল্যাণ।

জিপিটি-২ উদ্বোধনের পর বলা হয়, আগ্রহীরা এটি ব্যবহার করে দেখতে পারেন তিনটি নির্দেশকা অনুসরণ করে। কিংবা আগ্রহীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারেন 'টক টু ট্র্যান্সফরমার' নিয়ে। এই 'টক টু ট্র্যান্সফরমার' হচ্ছে জিপিটি-২ ব্যবহার তৈরি করা একটি অনলাইন টুল। 'জিপিটি-২'র পেছনের ধারণা একটি স্মার্টফোনের প্রিডিকটিভ টেক্সট ফাঙ্কশনের মতো। একটি মেশিন লার্নিং সিস্টেমকে দেয়া হয়েছিল ৮০ লাখ ওয়েব পেজ এবং বলা হলো– পরবর্তী সময়ে কোন পেজ আসবে তা প্রিডিক্ট করার জন্য টেক্সটগুলোর ব্লকের ওপর নজর রাখতে। সিস্টেমটি প্রকৃত টেক্সটটি শিখতে তুলনা করে এর আন্দাজ অনুমানগুলো। এ কাজটির পুনরাবৃত্তি করা হয় শত শত কোটি বার জিপিটি সফটওয়্যারে। কখনো কখনো কয়েক মিনিটের মধ্যে জিপিটি-২ এমন টেক্সট জেনারেট করতে পারে, যা দেখতে মানুষের তৈরি টেক্সটের মতো দেখায়। এগুলো ব্যাকরণগতভাবে সঠিক, ধারণাগতভাবে সঙ্গতিপূর্ণ, সংশ্লিষ্ট ও এমনকি তথ্যপূর্ণ।

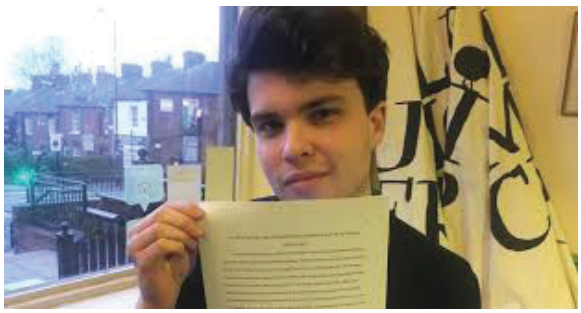

কাউকে অনলাইনে অর্থ পরিশোধ করি আমার রচনা লিখে দেয়ার জন্য

জনৈক ব্যক্তি জিপিটি-২ নামের এআইচালিত টেক্সট জেনারেটিং সিস্টেমটিতে প্রম্পট দিলেন এরূপ : 'The global system of university ranking has recentky...'। তখন জিপিটি-২ এটি নিচের বাক্যগুলো জেনারেট করে : "The global system of university ranking has recently been the subject of heated debate, with many arguing that it is becoming increasingly irrelevant. In a report published in May, the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) found that the system has become increasingly irrelevant, with the gap between the best and the worst universities in the world narrowing in recent years. The OECD found that in the past decade, the average quality of a university's research output has fallen to its lowest level since the late 1970s".

এটি যে মানুষের হাতে লেখা নয়, তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন : 'increasingly irrelevant' কথাটির পুনরাবৃত্তি রয়েছে। তা ছাড়া এখানে যে ওইসিডি রিপোর্টের উল্লেখ রয়েছে, এ ধরনের কোনো রিপোর্টের অস্তিত্ব নেই। এটি মেশিনের স্বপ্নকল্পিত। তবে বলা হয়– সামান্য রিভিশনের পর, অর্থাৎ কিছু সম্পাদনার পর এই টেক্সটকে মানুষের লেখা টেক্সট হিসেবে চালিয়ে দেয়া যাবে।

জিপিটি-২-এর মতো আরো বেশ কয়েকটি সিস্টেম রয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে : গুগলের ERNIE2.0, XLNet এবং ফেসবুকের RoBERTa। কিন্তু জিপিটি-২ ওয়েবে অনেকের নজর কেড়েছে। এর পাওয়ারের এবং নতুন ওয়েব টেক্সট জেনারেট করা সহজতর হওয়ার কারণে।

সহজেই পাওয়া ও ব্যবহারযোগ্য

জিপিটি পাওয়া যাচ্ছে এমন আকারে, যেটি যেকেউ সহজেই পেতে ও ব্যবহার করতে পারেন। এমনকি এর জন্য প্রয়োজন হয় না কোনো শক্তিশালী কমপিউটার। এ

ধরনের টুল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আবির্ভূত হয়েছে একটি সমস্যা হিসেবে। একটি পরীক্ষায় এই সিস্টেমে কিথ বাসুর বই 'উইজডম সিটস ইন প্লেসেস' বিষয়ে ১৮৮টি স্টুডেন্ট পেপার ফিড করা হয়। এই বইটি লেখা হয়েছে অ্যানথ্রোপলজি কোর্স পড়ানোর জন্য। জিপিটি শিখে ৩০ মিনিট ধরে। এরপর এটি জেনারেট করে কয়েকটি প্যারাগ্রাফ। একটি প্যারাগ্রাফ শুরু করা হয় এভাবে : "In this essay, I will show how conceptions of wisdom connect with place-names in Wisdom Sits in Places, by explaining how place-names serve as moral compass. I will also cover the cultural sphere of 'notions of morality,' which is explained by the stories behind the place-names."

এই টেক্সট পড়লে মনে হবে একটি মানুষের তৈরি রচনার মতো। এটি বিভক্ত চারটি অনুচ্ছেদে। এতে বর্ণনা রয়েছে এই বই থেকে নেয়া কিছু উদাহরণে লেখাটি পরিপক্ব বা সম্পূর্ণ ছিল না। কোনো কোনো স্থানে মনে হয়েছে লেখক তার ভাবনার প্রশিক্ষণ ভুলে গেছেন। তা সত্ত্বেও মানুষ সামান্য রিভিশন করে এটিকে চলনসই করে তোলা যাবে।

নিষিদ্ধ নয়, মানিয়ে নিন

অনেকে জিপিটি-২ দিয়ে কবিতা লেখা, টেক্সটভিত্তিক গেম ও শেক্সপিয়রের কবিতার ধরনের কবিতা লেখার বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। আশঙ্কার বিষয় এটি মিথ্যা খবরের অন্তহীন স্রোত বইয়ে দিতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এ ধরনের এআই যন্ত্র ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে যাতে এ ধরনের চৌর্যবৃত্তির লেখালেখির বন্যা বইতে না পারে, সেজন্য এসব প্রতিষ্ঠান কী ব্যবস্থা নিতে পারে?

একটি পদক্ষেপ হতে পারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এআই টুল ব্যবহার নিষিদ্ধ করা। ৪০টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় 'এসে মিলস' নামের এআই টুল তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যারা এই 'এসে মিলস' টুলটি চালায় তারা ছাত্রদের কাজ করে দেয়ার বিনিময়ে ফি আদায় করে। কিন্তু এটি স্পষ্ট নয়, এ ধরনের নিষিদ্ধকরণ পদক্ষেপ কী করে কার্যকর করা সম্ভব হবে, যেখানে এআই সফটওয়্যারে প্রবেশ চকলেট-বিস্কুট কেনার মতো সহজ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এর পরিবর্তে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নজর রাখতে পারত ছাত্রদের শিক্ষা-সম্পর্কিত অসদাচরণের ওপর। কিন্তু এই অসদাচরণ যথার্থ সঠিকভাবে চিহ্নিত করাও একটি সমস্যা। যেহেতু এআই টেক্সট জেনারেটর দিন দিন উন্নত হচ্ছে, সেখানে আমরা কী করে চোখে না দেখে নির্ধারণ করব, একজন শিক্ষার্থী নিজে একটি টেক্সট লিখেছে, না এআই টেক্সট-জেনারেটর তা লিখে দিয়েছে?

বেশিরভাগ ভালো লেখক বিচ্ছিন্নভাবে লিখেন না। তারা তাদের লেখা নিয়ে অন্যের সাথে মতবিনিময় করেন, অন্যের সাহায্য নিয়ে পর্যালোচনা করেন। ৯০ শতাংশ লেখাই হচ্ছে পর্যালোচিত লেখা বা রিভিশন। এর অর্থ হচ্ছে– এই টেক্সটের ধারণা ও যুক্তি বা মতামতের পরিবর্তন হয়। আর লেখক বারবার পড়ে তা সম্পাদন করে তার নিজের লেখার উন্নয়ন ঘটান। এভাবেই জিপিটি-২-এর মতো এআইচালিত টেক্সট জেনারেটরকে ব্যবহার করা যেতে পারে প্রথম ড্রাফট-মেশিন হিসেবে। একজন শিক্ষার্থীর অপরিপক্ব গবেষণা নোটকে একটি টেক্সটে রূপান্তরিত করে তাকে আরো সম্প্রসারণ করতে পারে।

এই মডেলে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের লেখার মূল্যায়ন করবেন। এই মূল্যায়ন শুধু চূড়ান্ত টেক্সটের ওপর ভিত্তি করে চলবে না, বরং মূল্যায়ন চলতে পারে একজন শিক্ষার্থীর এআই টুল ব্যবহারের সক্ষমতা বিবেচনা করেও। শক্তিশালী এআই টুল জটিল ধারণা বিশ্লেষণ ও জানায় আমাদের সহায়তা করতে পারে।

আমরা শিক্ষার্থীদের কীভাবে বিচার করব?

এসব কিছু সামগ্রিকভাবে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগায় : যদি আমরা একটি এআই-ফ্রেন্ডলি জগতে বসবাসের কথা বিবেচনা করি, আমরা শিক্ষার্থীদের কেনো লিখতে শিখাব? এর একটা বড় কারণ, অনেকের কাজ নির্ভর করে লিখতে জানার সক্ষমতার ওপর। অতএব যখন লেখা শেখানো হয়, তখন আমাদের ভাবা দরকার, এ ধরনের টেক্সট লেখার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবটা কী? উদাহরণত, আজকের দিনের বেশিরভাগ মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপ চলে অব্যাহতভাবে ব্লগ পোস্ট, টুইট, লিস্টিকলস, মার্কেটিং রিপোর্ট, স্লাইড প্রেজেন্টেশন, ই-মেইল তৈরি ও প্রচারের মাধ্যমে। কমপিউটার রাইটিং কখনই একজন দক্ষ মানব লেখকের লেখার মতো মৌলিক, অন্তর্নিহিত ও আগ্রহ সৃষ্টিকর হবে না। তবে কমপিউটার রাইটিং মানুষের এ ধরনের কাজ দ্রুত করায় সহায়ক হতে পারে। আমরা যদি শিক্ষার্থীদের শিখাতে পারি সেইসব বিষয়, যা কমপিউটার করতে পারে– তবে তাদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে পারবে সেইসব কাজে, যা কমপিউটার করতে সক্ষম। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা শিখাতে এডুকেটরদের ভাবতে হবে সৃজনশীলভাবে। এ প্রেক্ষাপটে এআইকে আমরা ভাবতে পারি শত্রু হিসেবে। অথবা গ্রহণ করতে পারি পার্টনার হিসেবে, যা আমাদেরকে শেখার ব্যাপারে আরো সহায়তা করবে, দ্রুতগতিতে চটজলদি কর্ম সম্পাদনে কজ

ফিডব্যাক *golapmunir@yahoo.com*

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্থপতি

(১১ পৃষ্ঠার পর)

জন্য সরকারের চাপের কারণেই বাংলাদেশ ইন্টারনেট প্রযুক্তিতে একটি ব্যাপক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছে।

তিনি বলেন, দেশে মোট ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০৩ দশমিক ৪৮ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ডিজিটালাইজেশন জনগণকে পরিবর্তন-নির্মাতা হওয়ার বিশাল সুযোগ এনে দিয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, 'ডিজিটাল কানেক্টিভিটির ওপর আমাদের আলোকপাত অর্থনৈতিক বিকাশকে সহজতর করেছে এবং নারীর ক্ষমতায়নসহ সামাজিক পরিবর্তনকে অনুঘটক করেছে। এটি এসডিজিগুলোকে বাস্তবায়ন এবং কভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করছে।' এই ভাষণের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সারা বিশ্বকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি কেবল ডিজিটাল বাংলাদেশের স্থপতি নন ডিজিটাল বিশ্বের নেত্রী।

২০২০ সালে মুজিব শতবর্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক মুহূর্তে তিনি জাতিসংঘে ঘোষণা করেছেন, 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট উদীয়মান চাকরির বাজার বিবেচনা করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ডিজিটাল অ্যাকাডেমি এবং সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে।' আমি বিশ্বাস করি প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে এক নতুন যুগের সূচনা করবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ডিজিটাল অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা করার প্রধানতম সুফল এই জাতি পাবে যে তার নতুন প্রজন্ম ডিজিটাল দক্ষতাসম্পন্ন হবে। যিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা করেছেন তার কাছ থেকেই আমরা এমন ঘোষণা পেতে পারি।

মুজিববর্ষে অবস্থান করে আমরা যখন আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনার হীরক জন্মবার্ষিকীর দিকে যাচ্ছি তখন সমগ্র জাতি ও বিশ্বের সব বাংলা ভাষাভাষী মানুষসহ শোষিত মানুষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা শেখ হাসিনার হাতেই বাস্তব হচ্ছে সেজন্য অভিনন্দন এই মহীয়সী স্বর্ণকন্যার প্রতি কজ

ফিডব্যাক : *mustafajabbar@gmail.com*